بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-০৫/০৩ | রোববার, ২৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী | ২৬/০২/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## গ্যাস জনগণের সম্পদ; এবং পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক এর অন্যায্য মূল্যবৃদ্ধি প্রমান করে যে, তারা জনগণের প্রতি কতটা উদাসীন!

হাসিনা সরকার ২ বছরের কম সময়ের মধ্যে ২য় বারের মতো আবারও প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ভয়ানক পরিকল্পনার ঘোষণা দিল; এবং এইবার দুই দফায় গড়ে ২২.৭ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা মার্চ হতে শুরু হবে। সরকারের এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কারণে জনগণ যখন ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত, তখন দেশে গ্যাসের দাম খুব সস্তা ছিল তাই দাম বাড়ানো হয়েছে - অর্থমন্ত্রীর এমন উপহাসমূলক মন্তব্য যেন জনগণের নিকট কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটার মত ছিল। এসব লোভী পুঁজিবাদী রাজনীতিবিদদের আচরণ এমন যেন তারা এসব প্রাকৃতিক সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নয়, বরং মালিক, এবং জনগণের এতে কোন অধিকার নেই।

এসব পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক গ্যাসের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি আমাদেরকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল যে, তারা জনগণের কল্যাণের কোন তোয়াক্কাই করে না। গ্যাস চুরি ও অন্যান্য অপচয় রোধে তাদের কোন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছাই নাই। এবং গ্যাস খাতের চরম অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাকে ঢাকতে তারা এই খাতে ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে এর বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপায় (ঋণ সুবিধা পেতে কুখ্যাত আই.এম.এফ-এর নিকট এভাবেই তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ), অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাসাবাড়ি ও কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই, যদি ভর্তুকি কমাতেই হয় তবে কেন বেসরকারী কুইক রেন্টালগুলোর জন্য সমানভাবে নয়? এই হচ্ছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা, যেখানে সাধারণ জনগণকে বলির পাঁঠা বানিয়ে স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিদের সুরক্ষিত করা হয়।

জনগণের নিকট আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাই, এই সঙ্কটের প্রকৃত কারণকে উপেক্ষা করবেন না; আর তা হচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' দ্বারা গণমালিকানাধীন সম্পত্তিকে পণ্যে রূপান্তরকরণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গণমালিকানাধীন সম্পত্তি, ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি মধ্যে কখনও পার্থক্য করে না। ইসলামী অর্থনীতির অধীনে, তেল, গ্যাস, অঢেল খনিজ সম্পদ, সমুদ্র, নদী, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ইত্যাদি সব গণমালিকানাধীন সম্পত্তি, যার মালিকানা সকল জনগণের। এগুলো বায়তুল মালের তহবিলেরও উৎস, এবং খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা জনগণের নিকট এর বন্টন নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু, এর বিপরীতে বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, তিতাস গ্যাসের মত সরবরাহকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মুনাফার জন্য শেয়ার বাজারে তালিকাভূক্তি হয়ে আছে। আরও প্রত্যক্ষ করছি যে, গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী খাতগুলো মুনাফা লাভের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। খিলাফতের অধীনে, গণমালিকানাধীন সম্পত্তি (মুলক 'আম) গণমালিকানাতেই বিদ্যমান থাকবে, 'বেসরকারীকরণের' নামে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে (মুলক খাস) পরিণত হবে না। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"মানুষ তিনটি বিষয়ে শরিক : পানি, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ও আগুন।"** [ইবনে মাজাহ্]

সুতরাং, গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের তিক্ত ফলাফল বর্তমান এই সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের চিরতরে অবসানে জনগণকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান সঙ্কট সমাধানে একটি বাস্তবসম্মত বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব দিচ্ছে, এবং এই ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

**হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**